ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৮ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
স্থান : সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬
সময় : সকাল ১১:০০টা
উপস্থিতি বিবরণী : পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি সার্বিক পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ে সভা করতে পারেননি মর্মে জানান। স্বাগত বক্তব্য শেষে কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

১। জনাব মোঃ রুহুল আমীন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার ১ নম্বর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। **অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনাঃ**

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা এখনও প্রস্তুত হয়নি। তালিকা প্রস্তুত করা হলে তা ওয়েবসাইটে দেয়া হবে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ ০৮.০২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্স ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। প্রাপ্ত তালিকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৩। **স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্তঃ**

টাস্কফোর্সের ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকার অগ্রগতির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, ৭ম সভায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা প্রস্তুতের জন্য গঠিত কমিটিতে Project চেয়ারম্যান এর স্থলে সংশ্লিষ্ট Project চেয়ারম্যান উল্লেখ করা হলে ভাল হয়।

সিদ্ধান্তঃ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা প্রস্তুতের জন্য ০৮.০২.২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্স সভায় গঠিত কমিটিতে Project চেয়ারম্যান এর স্থলে সংশ্লিষ্ট Project চেয়ারম্যান হবে। উক্ত কমিটি স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পূর্ণাংগ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক টাস্কফোর্স কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকা প্রস্তাবনা আকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৪। **ঋণ মওকুফ সংক্রান্তঃ**

২০ দফা প্যাকেজের ধারা ৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঘ খন্ডের ৭ নং ধারা অনুযায়ী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ব্যাংক, ধারা ৯ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ এর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসরত ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের জেলার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। এতে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৩৬৬ জন। তাঁদের নিকট নীট পাওনা ২৭,০৭,২৫২/- (সাতাশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত বায়ান্ন) টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এ একজন ঋণ মওকুফের আবেদন করেছেন।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, বারবার উদ্যোগ নেয়া হলেও এখনও ঋণ মওকুফ করা হয়নি।

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, যেহেতু চুক্তিতে ঋণ মওকুফের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, সেহেতু বর্তমান তালিকা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হবে।

জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জানান, প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ভাল হয়। মন্ত্রণালয় সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থাপন করা হলেই ঋণ মওকুফ হবে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, ঋণ মওকুফের বিষয়ে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিলে সমাধান হয়ে যাবে।

জনাব মানিক লাল বনিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, এ বিষয়ে যেহেতু তালিকা করা হয়েছে সে মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে দ্রুত অগ্রগতি হবে।

সিদ্ধান্তঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কর্তৃক উপস্থাপিত তালিকা অনুযায়ী ৩৬৬ জন ঋণ গ্রহীতার ঋণ মওকুফের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। সে মোতাবেক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট কোন ঋণ গ্রহীতার আবেদন পাওয়া গেলে তা টাস্কফোর্স সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৫। <u>ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্তঃ</u>

২০ দফা প্যাকেজের ধারা-১৮ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্বের সকল ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের মামলা বর্তমানে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, ২০ দফা প্যাকেজের ধারা-১৮ অনুযায়ী ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমার বিষয়ে জেলা পর্যায়ে কমিটি রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে কোন বৈঠক হচ্ছে না।

সিদ্ধান্তঃ ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি সুপারিশ আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি ও টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি

৬। <u>টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ</u>

প্রতি তিন মাস অন্তর টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভাপতি জানান, টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার তাঁর কার্যালয় হতে সভার নোটিস প্রদান করেন। বর্তমানে টাস্কফোর্সের আলাদা কার্যালয় রয়েছে। এতে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। টাস্কফোর্স কার্যালয় হতে সভা আহবান করলে ভাল হয়। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম-কে উক্ত সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, সদস্য সচিব, বিভাগীয় কমিশনার-কে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা ও বিভাগাধীন জেলাসমূহের বিষয়সমূহ নিয়ে তাঁকে অনেক বিষয়াবলী দেখতে হয়। টাস্কফোর্স কার্যালয় হতে সভা আহবানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে আলোচনাক্রমে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়নঃ সদস্য সচিব, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স

৭। <u>টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংক্রান্তঃ</u>

সভাপতি জানান, প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন দেয়া হয় এবং রেশনসমূহ ঠিকমত দেয়া হচ্ছে কিনা, কী কী প্রজেক্ট গৃহীত হচ্ছে, প্রজেক্ট কারা পরিচালনা করছে তা টাস্কফোর্স জানে না অথচ কোন সমস্যার উদ্ভব হলে টাস্কফোর্স-কে জবাবদিহি করতে হয়। এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি সংশোধনের বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব মানিক লাল বনিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কোন কোন বিষয় এতে নতুন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব টাস্কফোর্স সভায় উপস্থাপন করা উচিত। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা উচিত।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, কার্যপরিধির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা উচিত।

সিদ্ধান্তঃ টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কোন কোন বিষয় সংযোজন অথবা বিয়োজন করা উচিত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রধান নির্বাহী, কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স আগামী সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স কার্যালয়।

৮। <u>প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্তঃ</u>

প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, চাকরিতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিষয়টি আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি জানান, চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদানের কথা বলা হলেও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়নি। যে ০৭ জনের নাম গেজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাঁদের নামের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী, টাস্কফোর্স জানান চাকরিতে পুনর্বহালের বিষয়ে ২৬২ জনের মধ্যে ২৪৮ জনের তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। বাকি ১৪ জনের বিষয়ে তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। জ্যেষ্ঠতা দেয়া হলে কত টাকা লাগবে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে কিছু বলার জন্য জানান।
জনাব মানিক লাল বনিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২৪৮ জনের বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট ১৪ জনের তথ্যাদি পাওয়া গেলে পরবর্তীতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যে ০৭ জনের নাম গেজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কেন বাদ পড়েছে তা যাচাই-বাছাইক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, এ বিষয়টির সহিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জড়িত। যে ২৪৮ জনের তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে তাঁদের বিষয়ে নিষ্পত্তি করে ফেলা ভাল। অবশিষ্ট ১৪ জনের বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

সিদ্ধান্তঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

বাস্তবায়নঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

০৯। <u>রেশন প্রদান সংক্রান্তঃ</u>

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি বলেন, পানছড়ি উপজেলায় ২০০১ সালের জুন মাস হতে ৪৯২ ইউনিটের ৯.৩৩৩ মেট্রিক টন কম খাদ্য-শস্য দেয়া হচ্ছে। পানছড়ি উপজেলার adult ও minor -এর ইউনিটের সাথে জেলার পাঠানো ইউনিটের মিলে না। বকেয়াসহ রেশন প্রদানের জন্য তিনি দাবী উপস্থাপন করেন। রেশন বিতরণের বিষয়ে মাটিরাঙ্গার তবলছড়িতে সমস্যা রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, রেশন কম দেয়ার বিষয়ে যাচাই-বাছাই করলে ভাল হয় ।
জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, রেশন প্রার্থীর তুলনায় রেশনের পরিমাণ কম হওয়ায় মাথাপিছু রেশনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উদাহারণস্বরুপ ১০ জনের রেশন ১২ জনকে দেয়া হয়, এতে রেশনের পরিমাণ কমে যায়। কমিটির মাধ্যমে তালিকা করা হলে যথাযথভাবে রেশন দেয়া সম্ভব হবে। বর্তমান যে তালিকা অনুযায়ী রেশন দেয়া হচ্ছে সে তালিকায় উল্লিখিত নাবালকগণ বর্তমানে প্রাপ্ত বয়স্ক। তালিকা সংশোধনপূর্বক রেশন দেয়া উচিত।

জনাব মোঃ রুহুল আমীন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স জানান, জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তালিকা সংশোধন করলে ভাল হয় মর্মে জানান।

জনাব মানিক লাল বনিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, বকেয়া রেশন দেয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে যেভাবে রেশন ভাগ করে দেয়া হচ্ছে তা রেকর্ডেড নয়। টাস্কফোর্স আপডেট তালিকা করে দিবে। সে অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হবে। প্রাপ্ত বরাদ্দ জেলা প্রশাসক বিতরণ করবে।

চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ জানান, রেশন প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান একনাগাড়ে অনেকদিন ধরে রয়েছে। এভাবে একনাগাড়ে প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান থাকা সঠিক নয়।

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান, সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করেই প্রকল্প চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। রেশন গ্রহণকারীগণ আতপ চাল পছন্দ করেন। আতপ চাল সংকটের কারণে সিদ্ধ চাল দেয়া হচ্ছে। সিদ্ধ চাল বিক্রি করে রেশন গ্রহণকারীগণ-কে আতপ চাল কিনতে হচ্ছে। বর্তমানে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় হতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে টাকা দেয়া হচ্ছে। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক এককাউন্টে জমা হবে। রেশনের ক্ষেত্রে চালের পরিবর্তে টাকা দেয়া যায় কিনা তা জানতে চান। রেশন কমিটির মেয়াদ ০৩ বছর, কমিটিতে কারা আসবে তা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারন করা যায় কিনা তাও জানতে চান।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জানান, এখানে নির্বাচন করা ঠিক হবেনা। নির্বাচন করতে গেলে নতুন ঝামেলার উদ্ভব হবে।

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি বলেন, পার্বত্য জেলায় এমনিতেই চাল পাওয়া যায়না। জেলায় আবাদও হচ্ছেনা। তাই পূর্বের ন্যায় চাল প্রদানের দাবী জানান।

সিদ্ধান্তঃ ক. টাস্কফোর্স কার্যালয় খাগড়াছড়ি সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাপূর্বক আপডেট তালিকা তৈরি করবে। উক্ত তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। তালিকা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হলে তা জেলা প্রশাসক বিতরণ করবে।
খ. প্রকল্প চেয়ারম্যান ও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের তালিকা সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এবং সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি

১০। <u>সদস্যদের ভাতা প্রদান সংক্রান্তঃ</u>

জনাব জনাব এস.এম শফি, বেসরকারি সদস্য, টাস্কফোর্স ননঅফিসিয়াল সদস্যদের মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা হারে মাসিক সম্মানীভাতা এবং কমিটির সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিত সম্মানী ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চেয়েছেন।

জনাব মানিক লাল বনিক, অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, এ বিষয়ে ১৪.১২.২০১৬ তারিখের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্মানী প্রদানের যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য টাস্কফোর্স কার্যালয় খাগড়াছড়ি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানান।
জেলা প্রশাসক, খাগাড়ছড়িসহ কমিটির অন্য সদস্যগণ সম্মানী প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ টাস্কফোর্স সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ননঅফিসিয়াল সদস্যদের মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা হারে মাসিক সম্মানীভাতা এবং কমিটির সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিত সম্মানী ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
ফোনঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯(অ), ০৩৭১-৬২৪২৪(বা)
E-mail: taskforce 97cht@yahoo.com

স্মারক নম্বর- ০৫.৪২.০০০০.০৩১.৩৪.০০৩.১৬- (১৫) তারিখঃ . .২০১৬

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ
(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম

৫। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

৬-৮। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৯-১১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি

১৩। জনাব .....

সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা

১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

১০/১/১৬

(মোঃ রুহুল আমীন)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, 🖷০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd